بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে ৮'ম হিজরীতে সংঘটিত কতিপয় গযওয়া ও সারিয়্যার ঘটনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার।

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, হুনায়েনের যুদ্ধ সম্পর্কে যে আলোচনা চলছিল তার পরবর্তী বিবরণ হল, হুনায়েনের যুদ্ধেও আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে এমন সেনাবাহিনী অবতরণের উল্লেখ পাওয়া যায় যাদেরকে ফিরিশ্‌তা বলে তা'বির করা হয়ে থাকে। ফিরিশ্‌তা অবতরণের বিষয়ে জীবনীকার ও তফসীরকারকগণ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। একদিকে বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসের আলোকে এটি প্রমাণিত যে, ফিরিশ্‌তারা সরাসরি এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। তবে সেক্ষেত্রে একটি আপত্তি এভাবেও করা হয়ে থাকে যে, সাহায্যের জন্য তো একজন ফিরিশ্‌তাই যথেষ্ট ছিল, পাঁচ হাজার ফিরিশ্‌তা অবতরণের কী প্রয়োজন? ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) লেখেন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফিরিশতার অবতরণ এবং এ সম্পর্কে মুসলমানদের অবগত হওয়া সুসংবাদ হিসাবে ছিল। অন্যথায়, এ সব কিছু ছাড়াও আল্লাহ্ শত্রুদের প্রতিপক্ষতায় মুসলমানদের সাহায্য করতে সক্ষম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও এ কথা বলেছেন যে, কুরআনে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিশ্‌তার সাহায্য সুসংবাদমূলক ঘটনা ছিল, যাতে মু'মিনদের হৃদয় প্রশান্ত হয় আর যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোন ভীতি সৃষ্টি না হয়। সুতরাং, আল্লাহ্‌তা'লা পবিত্র কুরআনে মু'মিনদের সঙ্গে অঙ্গিকারবদ্ধ হয়েছেন এবং তাদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, পাঁচ হাজার ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করা হবে। এই সংখ্যাধিক্যের একমাত্র কারণ হল, যেন এটি মু'মিনদের জন্য সুসংবাদ হয়ে ওঠে বা মনোবল বৃদ্ধি পায়।

শত্রুদের পরাজয় এবং পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে আরবের সব থেকে শক্তিশালী গোষ্ঠি ছিল বনু হাওয়াযিন, যাদের দাবি ছিল যে, আজ পর্যন্ত মহানবী (সা.) কোন যুদ্ধবাজ জাতির মুখোমুখি হননি। আমাদের সঙ্গে মোকাবেলা হলে আমরা বুঝিয়ে দেব, যুদ্ধ কাকে

বলে। তারা স্বল্প সময়ের মধ্যেই পরাজিত হয়ে নিজেদের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ, গৃহপালিত পশু ইত্যাদির কোন পরোওয়া না করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। বনু হাওয়াযিনের পলায়নের পর বনু সাকীফের লোকেরা সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে লড়াই করতে থাকে। তখন তাদের ৭০ জন লোক নিহত হয়। পরিশেষে তাদের শেষ পতাকাবাহী উসমান বিন আব্দুল্লাহ্ নিহত হওয়ার পর তারাও পলায়ন করে।

এ যুদ্ধে চারজন সাহাবী (রা.) শাহাদতের পদমর্যাদা লাভ করেন। তাঁদের নাম হল, হযরত উম্মে আয়মান (রা.)-এর পুত্র আয়মান বিন উবায়েদ (রা.), সুরাকা বিন হারেস (রা.), ইয়াযিদ বিন যামআ (রা.) এবং হযরত আবু আমের (রা.)। জনৈক রাবি বর্ণনা করেন, কাফিররা পরাস্ত হওয়ার পর মুসলমানরা নিজ নিজ তাঁবুতে চলে যান, তখন আমি মহানবী (সা.) কে লোকদের মাঝে বিচরণ করতে দেখি আর তিনি (সা.) বলছিলেন, কে আমাকে খালেদ বিন ওয়ালীদের কাছে পৌঁছে দেবে? তিনি (সা.) যখন তার কাছে পৌঁছান তখন দেখেন, খালেদ (রা.) উটের কুঁজের সাথে ঠেস দিয়ে বসে আছেন। তিনি (সা.) তার পাশে বসেন এবং আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে মুখের লালা লাগিয়ে দেন আর এভাবে খালেদ (রা.) সুস্থ হয়ে যান। এছাড়া হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবি আওফা, হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.)ও এ যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন।

প্রাথমিকভাবে মুসলমানরা যখন কোনঠাসা হয়ে পড়েছিলেন, তখন কিছু লোক মক্কায় গিয়ে এ সংবাদ প্রচার করে যে, মুসলমানরা পরাজিত হয়েছে এবং নাউযুবিল্লাহ্ মুহাম্মদ (সা.) নিহত হয়েছেন। এ সংবাদ শুনে মক্কার মুনাফিকরা যাদের হৃদয় বিদ্বেষে পরিপূর্ণ ছিল, তারা অনেক আনন্দিত হয় আর বলতে থাকে, এখন আরববাসী নিজেদের পিতৃপুরুষের ধর্মে ফিরে যাবে। যা'হোক পরবর্তীতে কিছুক্ষণের মধ্যেই মুসলমানরা জয় লাভ করে আর এ বিজয়ের সংবাদও তাদের কাছে পৌঁছে যায় যে, মুসলমানরা জয়লাভ করেছে আর বনু হাওয়াযিন অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছে।

মক্কাবিজয়ের অব্যবহিত পূর্বের খোতবায় সারিয়্যা ইযম-এর বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছিল যে, এক ব্যক্তির সালাম প্রদানের পরও মুহাল্লিম বিন জাসামা (রা.) তাকে হত্যা করেছিলেন। এই ঘটনার আরোও কিছু বিবরণ উপস্থাপন করা হচ্ছে। তা হল, হুনায়েনের যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) যখন তায়েফের যুদ্ধাভিযানে যাত্রা করছিলেন সেই সময়কালে একদা যোহর নামাযের পর উয়ায়না বিন হিসান নিহত আমের বিন আযবাত আশযাই'র রক্তপণ দাবি করতে দণ্ডায়মান হয় আর অন্যদিকে। আতরা' বিন হাবিস দন্ডায়মান হন যিনি মুহাল্লিম বিন জাসামাকে বাঁচাতে চাইছিলেন, তারা উভয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। সকল কথা-বার্তা শোনার পর মহানবী (সা.) উয়ায়নাকে রক্তপন গ্রহণ করতে বলেন। রক্তপন ইত্যাদি ফয়সালা হওয়ার পর মুহাল্লিম মাহনবী (সা.) এর পাশে বসে পড়েন। তাঁর দুই চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি (রা.) নিবেদন করেন, আপনি যে বিষয়ে অবগত হয়েছেন সেজন্য আমি আল্লাহ্‌র নিকট তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনিও আল্লাহ্‌র নিকট আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি (সা.) জিজ্ঞাসা করেন, তোমার নাম কী? উত্তরে বলেন, মুহাল্লিম বিন জাসামা। মহানবী (সা.)-বলেন, তুমি কি সালামের শুরুতেই তাকে হত্যা করেছ? অতঃপর তিনি (সা.) উচ্চৈঃস্বরে বলেন, হে আল্লাহ্! তুমি মুহাল্লিমকে ক্ষমা কোরো না। একথা আমরা

সকলে শুনেছিলাম। তারপরও মাহাল্লিম বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনিও আমার জন্য ক্ষমার জন্য দোয়া করুন। তিনি (সা.) উচ্চ নিনাদে বলেন, যাতে সকলে শুনতে পায়, হে আল্লাহ্! তুমি মাহাল্লিমকে ক্ষমা কোরো না। মাহাল্লিম তৃতীয়বার একই নিবেদন করলে তিনি (সা.) বলেন, আমার সামনে থেকে চলে যাও। ইবনে ইসহাক (রহ.)-এর এক বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তার স্বজাতির লোক বর্ণনা করেন যে, পরবর্তীতে মহানবী (সা.) তার ক্ষমার জন্য দোয়াও করেছিলেন।

এরপর সারিয়্যা আওতাসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যেহেতু বনু হাওয়াযিন গোত্র তাদের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য সকল ধনসম্পদ সঙ্গে নিয়ে আক্রমণ করেছিল এবং যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে সব কিছু ছেড়ে তারা আওতাস অভিমুখে পলায়ন করেছিল এবং তাদের পরিবার ও অন্যান্য সম্পদ মালে গণিমত হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল। সেহেতু মহানবী (সা.) হযরত আবু আমের আশআরী (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি সেনাদল আওতাস (উপত্যকা) অভিমুখে প্রেরণ করেন। সেই সেনাদলে হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) এবং হযরত সালমা বিন আকওয়া (রা.)ও ছিলেন। আবু আমের আশআরী (রা.) তাদেরকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানান। শত্রুপক্ষের দশজন ভাই ছিল, যারা তাদের অতুলনীয় যুদ্ধ দক্ষতার জন্য বিখ্যাত ছিল। এই দশ ভাই মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানায়। আবু আমের আশআরী (রা.) তাদের ১০ ভাইকেই ইসলামের দাওয়াত দেন, কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় আর যুদ্ধকে প্রাধান্য দেয় এবং যথাক্রমে ৯ ভাই যুদ্ধে নিহত হয়। এরপর দশম ভাই ইসলাম গ্রহণ করে এবং বলা হয়ে থাকে যে, পরবর্তীতে তিনি একজন উত্তম মুসলমান হিসাবে প্রমাণিত হন। যাইহোক, হযরত আমের আশআরী (রা.) বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন। যুদ্ধরত অবস্থায় একটি তির তাঁর বুকে এবং একটি তির তাঁর হাঁটুতে লাগে। ক্ষত গভীর হওয়ার কারণে তিনি (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। আবু মূসা আশআরী (রা.) তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং শত্রুরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়।

এরপর সারিয়্যা তোফায়েল বিন আমর দোসী (রা.) যা ৮ম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। মহানবী (সা.) হুনায়েন হতে তায়েফ অভিমুখে যাত্র করার সময় তোফায়েল দোসী (রা.)কে যুল কিফায়েন নামক মূর্তি ধ্বংসের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি (সা.) তাঁকে উপদেশ প্রদান করে বলেন, উত্তমরূপে ইসলামের প্রচার ও প্রসার করবে, অর্থাৎ শান্তির প্রচলন করবে, মানুষকে খাওয়াবে এবং আল্লাহ্‌তা'আলার কাছে এমনভাবে লজ্জাবোধ করবে যেমন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তার পরিবারের সামনে লজ্জা পায়। যখনই কোনো ভুল বা পাপ হয়ে যাবে, তার পরপরই পুণ্য কর্ম করবে, কারণ পুন্য কর্ম পাপকে মুছে ফেলে।" এরপর তিনি (সা.) বলেন, "তোমার গোত্রের লোকদের সঙ্গে নিয়ে এই কাজ সম্পন্ন করে আবার তাইফে ফিরে আসবে।" হযরত তোফায়েল (রা.) ৪০০ যোদ্ধা নিয়ে সেখানে যান এবং কাষ্টখণ্ড দিয়ে তৈরী মূর্তিকে অগ্নি সংযোগ করে জ্বালিয়ে দেন।

অতঃপর গযওয়ায়ে তায়েফ যা ৮ম হিজরীর শওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। তায়েফ শক্তিশালী এলাকা ছিল। মহানবী (সা.) প্রথমে হযরত খালেদ (রা.)-র নেতৃত্বে এক হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন যিনি তাদের সাথে আলোচনা করে সমাধানের চেষ্টা করেন, কিন্তু তারা তাতে সম্মত হয় নি। এরপর তিনি (সা.) নিজেও তায়েফের দিকে অগ্রসর হন। মহানবী (সা.) প্রথমে তায়েফের খুবই নিকটে একটি প্রশস্থ স্থানে শিবির স্থাপন করেছিলেন। সেনাবাহীনি তখনও শিবির স্থাপন করেনি, এদিকে দূর্গের

ভেতর থেকে কাফিররা প্রথমে তির নিক্ষেপ করা শুরু করে এবং বহু মুসলমানদের আহত করে। অবরোধ চলাকালে উভয় পক্ষ থেকে তীর নিক্ষেপ এবং পাথর ছোড়ার ঘটনা ঘটছিল। এমতাবস্থায় তিনি (সা.) পাথর নিক্ষেপকারী কামান ব্যবহার করে তায়েফবাসীদের ওপর বড়ো বড়ো পাথর নিক্ষেপ করেন। এ সময় মহানবী (সা.) তায়েফবাসীর আঙ্গুরের বাগানও জ্বালিয়ে দিতে বলেন। হুযুর (আই.) বলেন, আমার মতে এটি সর্বশেষ পদ্ধতি ছিল যার মাধ্যমে তাদেরকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কেননা, পরবর্তীতে এ রীতি বাতিল করে দেয়া হয়েছিল। মহানবী (সা.) এবং সাহাবাগণ প্রায় ১৫দিন বা এর অধিক তায়েফবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে রত ছিলেন। কিন্তু হুনায়েনের পরাজয়ের ভয় তাদের হৃদয়ে এমন প্রভাব সৃষ্টি করেছিল যে তারা দূর্গের ভেতর থেকেই লড়াই করতে থাকে, বাইরে বের হয়নি।

পরিশেষে হুযুর (আই.) মরহুম জনাব ডাক্তার সৈয়্যদ শিহাব আহ্মদ সাহেব (যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী বিহার নিবাসী হযরত সৈয়্যদ ইরাদাত হুসাইন সাহেবের নাতি ছিলেন) এবং লাহোর নিবাসী মরহুম জনাব মুবারক খোখার সাহেবের স্মৃতিচারণ করেন। নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন এবং তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
12 September 2025
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
....................P.O.......................
Distt.......................Pin.........W.B

To,
____
____
____
____

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat